

July 02, 2023

**BSE Limited (BSE)**

The Department of Corporate Services  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001  
**Scrip Code: 532966**

**National Stock Exchange of India Limited (NSE)**

The Listing Compliance Department  
Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai – 400 051  
**Scrip Code: TITAGARH**

Dear Madam/ Sir,

**Subject: Newspaper Publication of Third Corrigendum to Notice of Extra-Ordinary General Meeting**

Further to our letter dated 1<sup>st</sup> July, 2023 and in terms of provisions of Regulation 30 and 47 read with Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements of Third Corrigendum to Notice of Extra-Ordinary General Meeting published today, i.e., 2<sup>nd</sup> July, 2023 in the following newspapers:

1. Financial Express (English), and
2. Dainik Statesman (Bengali)

The Advertisement is also available on the website of the Company at [www.titagarh.in](http://www.titagarh.in)

Kindly take the above information on record.

Thanking You.

Yours faithfully,

**For Titagarh Rail Systems Limited**  
(formerly Titagarh Wagons Limited)

**Dinesh Arya**  
**Company Secretary & Chief Compliance Officer**  
**M. No. FCS 3665**

**Enclosure:** As stated above







# খবরের সাত সতেরো

# মুর্শিদাবাদে ১৫ নেতা-নেত্রীকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১ জুলাই— দলবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থনকরা এবং দলের নির্দেশ অমান্য করে বিভিন্ন ব্লকে নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন করায় তৃণমূল কংগ্রেস মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর বহিষ্কারের কথা জানান সভানেত্রী শীওনি সিংহ রায়। এছাড়াও সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের সাংগঠনিক চেয়ারম্যান বিধায়ক অর্পূর্ব সরকার সহ পঞ্চায়েত নির্বাচনী কমিটির সদস্যরা। এদিন যাঁদের বহিষ্কার করা হয়, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বড়এগা ব্লকের মহমদ মণিফল ইসলাম, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের মহিলা সভানেত্রী মধুমিতা বিবি, হাসিবুল শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দ্বিজেন মণ্ডল, বেলডাঙ্গা ১ দক্ষিণ ব্লকের মুকলেশ্বর রহমান, বেলডাঙ্গা ২ ব্লকের রামপতি ঘোষ, পলাশ মিএর, করবী সরকার মণ্ডল, টুন্টু বিবি, আজমা বিবি, ভগবানগোলা ১ ব্লকের রমজান আলি, লক্ষ্মারানি আল, আলমিনে হাসেন, গোলাম মুর্তজা এবং ভাবানগোলা ২ ব্লকের ববুলুল শেখ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শীওনি সিংহ রায় বলেন, ‘সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচন দলের বিভিন্ন পিছাত্ত অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যে দলের প্রার্থী যারা হয়েছে, তারা নমিনেশন ফাইল করেছেন, দলের প্রতীক

পেয়েছেন এবং তাঁরা ভোট প্রচারে নেমেছেন। কিন্তু বিগত দিনে অনেকজন দলে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সেভাবে দলের সঙ্গে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন না। কেউ কেউ নির্দলে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। কেউ কেউ অন্য রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছেন। এই মর্মে দাঁড়িয়ে রাজ্যস্তরের সিদ্ধান্ত আজকে রপ্ত জনকে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে সাসপেনশনের একটি চিঠি আমাদের কাছে এসেছে। সেই চিঠি আমি সংগঠনের চেয়ারম্যান অর্পূর্ব সরকার এবং আমাদের যে একটি নির্বাচনী কমিটি হয়েছে, তাদের সকলের উপস্থিতিতে এই ১৫ জন ব্যক্তিকে আমরা আপাতত দলের পক্ষ থেকে সাসপেন্ড করছি।’

এরপর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, ইতিমধ্যে জেলার যে সমস্ত বিধায়ক বা নেতা পিছন থেকে মদত দিয়ে বহুজনকে বহু আসনে দলীয় প্রার্থীর িবরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন এবং নির্দল প্রার্থীদের সমর্থনে মিছিল করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? উত্তরে শীওনি সিংহ রায় বলেন, ‘ওগুলি রাজ্য নেতৃত্ব বলতে পারবেন। ইতিমধ্যে যে সাসপেনশনের লিস্ট আমার কাছে এসে-সেছে, তাতে ১৫ জনের নাম ছিল। সেই ১৫ জনের নাম আজকে আমরা সবার সামনে ঘোষণা করলাম এবং ইতিমধ্যে বড়এগা, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, বেলডাঙ্গা ১ দক্ষিণ, বেলডাঙ্গা ২, ভগবানগোলা ১ এবং ভগবানগোলা ২ ব্লকের দলীয় সভাপতিদের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে। সাসপেনশনের চিঠি আমরা তৈরি করছি, সেই চিঠি যাঁদের বহিষ্কার করা

হল, আমরা তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেব। পরবর্তী পর্যায়ে যদি রাজা নেতৃত্ব দলবিরোধী কাজের জন্য আরও কাউকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন, তাহলে তখন আমরা নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাসপেন্ড করব।’

যাঁদের এদিন সাসপেন্ড করা হয়, তাঁরা দলের কোনও বিধায়ক বা নেতা ও নেত্রীর ঘনিষ্ঠ কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে শীওনি সিংহ রায় বলেন, ‘কেউ কারও ঘনিষ্ঠ নয়। এঁরা হচ্ছে দলবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত, তাই দল এঁদেরকে সরিয়ে দিল।’ শনিবার দুপুরে উদযাপিত হলো জাতীয় চিকিৎসক দিবস। অনুষ্ঠানের শুরুতে ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মালাদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। উল্লাধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কলেজে অধ্যক্ষ ড. দুলাল চন্দ্র দাস তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সূমহান চিকিৎসক জীবন ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর অবদানকে প্রশংসা করে বলেন, ‘আমরা তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করব। তাঁদের চিহ্নিত করে সাসপেন্ড করা হয়। এখন এঁদেরকে পিছন থেকে কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেটা এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।’ সাসপেন্ড করাদের মধ্যে দলের পদাধিকারী কেউ রয়েছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে সভানেত্রী বলেন, ‘দ্বিজেন মণ্ডল নামক যাঁকে সাসপেন্ড করা হল, তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। মধুমিতা বিবি নামক যাঁকে সাসপেন্ড করা হল, তিনি মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন। এছাড়াও কয়েকজন হয়তো দলীয় পদে ছিলেন, আজকে তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়া হল।’

## যৌথ উদ্যোগে চিকিৎসক দিবস পালন

**নিজস্ব সংবাদদাতা,পশ্চিম মেদিনীপুর, ১ জুলাই—** মেদিনীপুর কে ডি কলেজ অব কমার্স অ্যান্ড জেনারেল স্টাডিজ ও মেদিনীপুর সমন্বয় সংস্থার মেদিনীপুর শহর ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে কমার্স কলেজের সভাগৃহে শনিবার দুপুরে উদযাপিত হলো জাতীয় চিকিৎসক দিবস। অনুষ্ঠানের শুরুতে ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মালাদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। উল্লাধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কলেজে অধ্যক্ষ ড. দুলাল চন্দ্র দাস তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সূমহান চিকিৎসক জীবন ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর অবদানকে প্রশংসা করে বলেন, ‘আমরা তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করব। তাঁদের চিহ্নিত করে সাসপেন্ড করা হয়। এখন এঁদেরকে পিছন থেকে কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেটা এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।’ সাসপেন্ড করাদের মধ্যে দলের পদাধিকারী কেউ রয়েছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে সভানেত্রী বলেন, ‘দ্বিজেন মণ্ডল নামক যাঁকে সাসপেন্ড করা হল, তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। মধুমিতা বিবি নামক যাঁকে সাসপেন্ড করা হল, তিনি মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন। এছাড়াও কয়েকজন হয়তো দলীয় পদে ছিলেন, আজকে তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়া হল।’

# পাথরপ্রতিমার মৎস্যজীবী বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ১ জুলাই— গুরুতর বিকালে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে ফিরলেও, গুরুতর জখম পাথরপ্রতিমার মৎস্যজীবী পঞ্চম বছরের দীনু মল্লিক। পাথরপ্রতিমার হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় শনিবার সকালে দীনু বাবুকে কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, গুরুতর সাকলে পাথরপ্রতিমার গোবর্ননপুর কোস্টাল থানা এলাকার সত্যদাসপুর এর বাসিন্দা দীনু মল্লিক একটি ছোট ডিঙি নৌকো নিয়ে স্ত্রী কন্যাকে সঙ্গী করে, কলসদ্বীপের কাছে চুলকাটি চার নম্বর জঙ্গলের পাশে কাঁকড়া ধরতে যান। কিছু কাঁকড়া ধরার পর নৌকোতে বসে ছিলেন দীনু মল্লিক স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে। হঠাৎ বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নৌকোর ওপর লাফিয়ে উঠে মৎস্যজীবী দীনুর ঘাড়ে থাবা বসায়। স্ত্রী কন্যা ভয় না পেয়ে, কুড়ুল লাঠি দিয়ে বাঘের শরীরে আঘাত করে। মরিয়া দীনুও বাঘের কবল থেকে ছাড়া পেতে নদীর জলে নিজে ফেলে দেয়। বাঘ শিকার ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এরপর রক্তাক্ত গুরুতর জখম দীনুকে নিয়েই নৌকা বেয়ে স্ত্রী কন্যা পাথরপ্রতিমা হাসপাতালে আসে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য লা ছড়িয়েছে। মৎস্যজীবী মহলের এখন একটাই প্রার্থনা, দীনু সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরুক।



ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মদিন উপলক্ষে বৃহত্তর বাওইআটির বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সবেধনা দিলেন ড. নির্মলা নারায়ণ চক্রবর্তী, ড. সমরেন্দ্র কুমার জনা, অমল গুহ।

# চাকদহের প্রাণ বুড়িগঙ্গা সংস্কারের ফলে কৃষক ও মৎস্যজীবীদের মনে আশার আলো

রবীন্দ্র পালচৌধুরি

২০১৭ সাল থেকে চাকদহের প্রাণ বুড়িগঙ্গা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিল চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং এলাকার তামাম মানুষজন। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, চাকদহ ব্যবসায় সমিতি, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা জল বাঁচাও, মাছ বাঁচাও, মৎস্যজীবী বাঁচাও, কৃষিজীবী বাঁচাও দাবি নিয়ে চাকদহ বিলিও থেকে পুর চেয়ারম্যান, জেলা সভাপতি, ডিএম, মহী বিভিন্ন স্তরে ডেপুটেশন, ধর্না আন্দোলন ও মানুষের স্বাক্ষর সর্বেলিত চিঠি পাঠায়। রাজ্য সরকারের সচ্যমন্ত্রী, সভাপতি সহ প্রশাসনিক কর্তারা বার বার এলাকা পরিদর্শনের পর বরফ গলে। বর্তমানে ভাগীরথীর অবশেষ চাকদহ শহরের অনতিদূরে এই বুড়িগঙ্গা সংস্কারের কাজ চলছে পূর্ণোদ্যমে। রাজ্য সো দফতরে ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৭৮ টাকা মঞ্জুর করেছে সাড়ে তিন কিমি এই খাল সংস্কারের জন্য। যদিও আট কিমি দীর্ঘ বুড়ি গঙ্গা সংস্কারের দাবি আছে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। বর্তমানে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পরে পুনরায় এই সংস্কার চলছে।

এদিকে এই বুড়িগঙ্গা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় এলাকার মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেল খালপাড় দাঁড়িয়ে। রাজ্য সো দফতর সূত্রে জানা গেল, দু’মাস সময় নিয়ে বুড়িগঙ্গা খালের সাড়ে তিন কিমি সংস্কারের কাজ চলছে। যদিও কৃষকগণের বুক দিয়ে বয়ে যাওয়া অঞ্জনা খাল (বর্তমানে ড্রেন) বা কাঁচারগাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বাগের খাল (ড্রেন)-এর মতো রাজ্য সো দফতরের তালিকাভুক্ত নয় এই বুড়িগঙ্গা খাল। কিন্তু মজে যাওয়া নদীকে বাঁচানোর দায়িত্ব



সরকারের। প্রথম ধাপে আপস্টিমের কাজ সফল হলে পরে বাকি অংশে ডাউনস্টিমের কাজ হতে পারে এমনই আশা। পাশাপাশি শ্মশানখাটের ইলেকট্রিক চুল্লী পর্যন্ত এই সংস্কারের ফলে নদীর জোয়ার-ভাঁটা খেলা সম্ভব হবে। মৎস্যজীবীরা, যাঁরা জীবিকাচ্যুত হয়েছিল, তাঁরাও পুনরায় কাজ পাবে, বলাগড়ের নৌকাশিল্লের উন্নতি হবে। কৃষিজীবীরা সেস এবং পাট পচানোর কাজে বুড়িগঙ্গার জল কাজে লাগাতে পারবে— স্থানীয় মানুষের এমনই আশা। চাকদহ শহরও অনেকটা বর্ষার জলে ডুবে যাওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে। সোচ দফতরের এক অধিকারিকের কথায়, ‘চাকদহ শহর বুটির জল থেকে অনেকটাই মুক্তি পাবে, কিন্তু হাইড্রেনের নোংরা যেস অব্যার খালে এসে না পড়ে সেটাও পুরসভাকে দেখতে হবে।’

অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি রয়েছে একদা কৃষকগণর শহরের বুক চিরে যাওয়া রবীন্দ্রনগরের প্রিয় অঞ্জনােকে আবার সোতবিন্দী করার। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন মাজদিয়ার পাখাখালিতে বাংলাদেশ থেকে আসা মাথাভাঙ্গা নদী আজ মানচিত্র থেকে উধাও হওয়ার পরিস্থিতি। ইছামতীর সংস্কারও বশবীও জলে। চুল্লী বাংলাদেশেরে করে কোম্পানির বর্জ্য ভয়াবহ দূষণ কবলিত। বর্তমানে বর্ষাকালেও চুল্লীর জল দুর্গন্ধময়, নর্দমাার জলের মতো কালো। চাকদহেরে বুড়িগঙ্গার মতোই নদিয়ার শান্তিপুুরে ভাগীরথীর শুকিয়ে যাওয়া অংশ বিরাট খাল রয়েছে বোম্বখল হয়ে। অখণ্ড প্রবীণেরা বলেন, এই খালেই একসময় জাহাজ এসে নোঙ্গর করত। এই খালটি সংস্কার হলে এলাকার প্রভূত উন্নতি হতে পারে। চাকদহ

বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্ণধার বুড়িগঙ্গা সংস্কার আন্দোলনের কাণ্ডারী বিবর্তন ভট্টাচার্য বলেন, ‘১৯৯৪ সালে চাকদহের জলে আসেনিক আছে, তা প্রমাণ করতে ওই সময়ের সরকার আমাদের গণশব্দ্রুতে পরিণত করেছিল। তখনই আমরা লক্ষ্য করেছি চাকদহের পানীয় জলের স্তর নিম্নগামী। আমরা জেনেছিলাম যত রিচার্জিং রিজার্ভার বৃদ্ধি করা যাবে, জলস্তরের তত উন্নতি ঘটবে, সেই সময় থেকেই এই আট কিমি দীর্ঘ বুড়িগঙ্গা সংস্কারের দাবি তোলা হয়। রাজ্য সোচ দফতর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আমরা খুশি। বর্তমানে এই খালে জোয়ার-ভাটা খেলাও শুরু হয়েছে।’ স্থানীয় বাসিন্দা রঘুনাথ বৈরাগী বলেন, ‘যেভাবে কাজ এগোচ্ছে, তাতে আমরা আশাবাদী। বাবা এই নদীতে মাছ ধরতেন।’

# কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির পাঁচ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান বই আকারে প্রকাশ করলেন বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১ জুলাই— তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মুর্শিদাবাদের কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির পাঁচ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান বই আকারে প্রকাশ করলেন বিধায়ক অর্পূর্ব সরকার। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বইটি তিনি প্রকাশ করেন। উপস্থিত ছিলেন কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিদায়ী সভাপতি কাকলি রাজবংশী, বিদায়ী সহসভাপতি তথা আইএনটিটিউসির জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার, কান্দি পুরসভার চেয়ারম্যান জয়দেব ঘটক, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুকান্ত ত্রিবেদী প্রমুখ।

বইটি প্রকাশের আগে অর্পূর্ব সরকার বলেন, ‘কান্দি ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি বিগত পাঁচ বছরে বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সরকারের যে উন্নয়ন এবং পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, সেই উন্নয়নের হিসাব আমরা মানুষের কাছে তুলে দেব, এই প্রতিশ্রুতি আমরা মানুষকে দিয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পাঁচ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান সংক্রান্ত একটি বই আমরা প্রকাশ করেছি। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে কান্দি ব্লক



এলাকার মানুষ জানতে পারবেন বিগত দিনে কান্দি পঞ্চায়েত সমিতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে, অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা কতটা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি।’ তিনি বলেন, ‘আজকে এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ সদস্য, কর্মাধক্ষর রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের নিজের এলাকায় এলাকায় মানুষের কাছে এই উন্নয়নের তালিকা সমৃদ্ধ বইটি তুলে দেবেন। আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে কান্দি ব্লক আরও এগিয়ে যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং জোড়া ফুলকে সাথে নিয়ে আমরা আগামী দিনে লড়াই করব।’



তমনূক ব্লকের উত্তর সোনামুই অঞ্চলের কুলবেড়িয়া গ্রামে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন জেলা সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র।

### বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি— বসিরহাটের সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের ন্যাডাটে তৃণমূলের জেলা পরিষদের প্রার্থী কিশা মণ্ডলের সমর্থনে এক সভায় বিজেপি র দুই অঞ্চল সভাপতি সহ বিজেপি নেতা কর্মীরা তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সন্দেশখালি ব্লকের কনভেনার শেখ শাহাজাহান, সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, জেলা পরিষদের প্রার্থী শিব প্রসাদ হাজরা সহ নেতৃত্ব। তৃণমূলে যোগ দিয়ে তৃণমূল সরকার কুমার ভূঁইয়া বলেন, ‘খন ভোট আসে তখনই শুধু বিজেপি নেতাদের দেখা যায়, আর সারা বছর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এশাধিক প্রকল্পের সুবিধা আমরা পাচ্ছি। আমরাও সেই প্রকল্পের সুবিধা পাই। আমরা সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষ। সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, ‘রাজ্যে বিজেপি মাথা তুলে দাঁড়ানোর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ওদের আর কিছুই নেই। কোনও সংগঠন নেই। সেই কারণে জায়গায় জায়গায় ওদের নেতা কর্মীরা দলগতাক করে আর তৃণমূলের জোরে তলায় আসছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এর দেখে আজ বিজেপি থেকে তারা তৃণমূলে যোগদান করলেন।

### ভোট হয় না : সুকান্ত

একের পৃষ্ঠার পর

আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমস্ত তৃণমূলকে ঠেকাতে সমস্ত বিরোধীদের একজোট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল সুকান্তবাবুকে। এই ধরনের কোনও সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেন সুকান্তবাবু। তাঁর কথায়, কংগ্রেস বা বামফ্রন্টের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শের কোনও মিল নেই। ভোটারে রাজনীতি করার জন্য মতামত বিসর্জন দেওয়া বিজেপির নীতি নয় বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে জাতীয় ক্ষেত্রে সমস্ত অবিজেপি নেতাদের একজোট হওয়ার প্রমতি উঠে আসে সাংবাদিক সম্মেলনে। সুকান্তবাবু বলেন, এই ধরনের জোটের আসল উদ্দেশ্য নগরেন্দ্র মোদিকে সরিয়ে কংকেটি রাজনৈতিক দলের পরিবারতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষা করা। মমতা-অভিষেক, লালু-তেজস্বী, সনিয়া- রাহুলের পারিবারিক পরম্পরার রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের প্রসঙ্গ টানেন। চিহ্নেরে দফতর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আমরা খুশি। বর্তমানে এই খালে জোয়ার-ভাটা খেলাও শুরু হয়েছে।’ স্থানীয় বাসিন্দা রঘুনাথ বৈরাগী বলেন, ‘যেভাবে কাজ এগোচ্ছে, তাতে আমরা আশাবাদী। বাবা এই নদীতে মাছ ধরতেন।’


### হায়নাকে পিটিয়ে মারলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১ জুলাই— শনিবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লকের মুড়াকাটা জঙ্গল থেকে একটি হায়না বেরিয়ে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। স্থানীয় লোকজন হায়না দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কয়েক জন যুবক লাঠি নিয়ে এর পিছু ধাওয়া করেন। এর হায়নাটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হায়নার মৃতদেহ উদ্ধার করে আনেন। বন দফতরের আধিকারিকরা জানান, ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে কিভাবে ওই হায়নার মৃত্যু হয়েছে। তবে কয়েক দিন ধরে ওই হায়নাটি খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে মুরগি, ঝগল এর উপর আক্রমণ করে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান।

## সম্মাননা প্রদান



নিজস্ব প্রতিনিধি— আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি (ভারত)-এর উদ্যোগে ২৬ জুন ২০২৩, সোমবার, বোলপুর শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হল ‘দীনেশ-রবীন্দ্রপত্র’ সম্মাননা ২০২৩’ এবং ‘দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক ২০২৩’। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক শ্রী সুপ্রিয় ঠাকুর মহাশয়। সোসাইটির সভাপতি ড. অরুণ মিত্র এবং সম্পাদক অধ্যাপিকা দেবকন্যা সেনের আন্তরিক আয়োজনে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। ‘দীনেশ-রবীন্দ্রপত্র’ সম্মাননায় ভূষিত হল সুপ্রিয় ঠাকুর, তলায় আসছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এর দেখে আজ বিজেপি থেকে তারা তৃণমূলে যোগদান করলেন।


**টিটাগর্ড রেল সিস্টেমস লিমিটেড**  
**(পূর্বতন টিটাগড় ওয়ানগন্স লিমিটেড)**  
সিআইএন: L27320WB1997PLC084819  
নথীকৃত কার্যালয়: টিটাগড় টাওয়ার, ৭৫৬ আনন্দপুর, ই-এম বাইপাস, কলকাতা ৭০০১৭০  
দূরভাষা: (০৩৩) ৪০১৯০৮০০, ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০১১০৮২৩  
ই-মেল: investors@titagarh.in, ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

**০৪ জুলাই ২০২৩ তারিখ, মঙ্গলবার ঠিক হওয়া কোম্পানির সদস্যদের বিশেষ সাধারণ সভার তৃতীয় সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি**  
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ০১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে কোম্পানি তার সদস্যদের ০৪ জুলাই ২০২৩ তারিখ, মঙ্গলবার ঠিক হওয়া বিশেষ সাধারণ সভার একটি তৃতীয় সংশোধনী প্রেরণ করেছে যা সেবি (পুঞ্জি প্রদান এবং বিবরণের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত) রেগুলেটরস এবং কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধান, ২০১৩ এবং এমসিএ গ্রাধ প্রকাশিত সার্কুলারসমূহ অনুসারে, কোম্পানির সমস্ত স্টোয়ারমালিক যাদের ই-মেল কোম্পানি এই আরটিএ অথবা সংশ্লিষ্ট ডিপিআর কাছে ছিল তাদের পঠানো হয়েছে। এই ইজিএম বিজ্ঞপ্তিটি ১৭ই জুন, ২০২৩ তারিখে সংশোধনী অনুসারে সংশোধন করে ১৯শে জুন, ২০২৩ তারিখে কোম্পানি কর্তৃক জারি করা হয়েছিল (“প্রথম সংশোধনী”) এবং ২৩ জুন, ২০২৩ তারিখের সংশোধনী (“দ্বিতীয় সংশোধনী”) যা ২৪ জুন, ২০২৩ তারিখে কোম্পানি কর্তৃক জারি করা হয়েছিল, যা একসাথে “পূর্ববর্তী সংশোধনী” নামে উল্লিখিত। ইজিএমের বিজ্ঞপ্তির উক্ত সংশোধনী উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ অর্থাৎ রিএনই লিমিটেড এবং এ্যানাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও এটি পাওয়া যাবে, ওয়েবলিঙ্ক ‘[https://titagarh.in/storage/report/actual/1688204588-R8Dy7\\_third-corrigendum-to-notice-of-egm-30602023pdf.pdf](https://titagarh.in/storage/report/actual/1688204588-R8Dy7_third-corrigendum-to-notice-of-egm-30602023pdf.pdf) এবং এনএকসিউএল-এর ওয়েবসাইটে [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)-এ পাওয়া যাবে। শেয়ারমালিক এবং অন্যান্যদের উপরের তথ্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। টিটাগর্ড রেল সিস্টেমস লিমিটেড-এও তরফে (পূর্বতন টিটাগড় ওয়ানগন্স লিমিটেড) স্বাক্ষর **দীপেশ আর্থ** স্থান: কলকাতা তারিখ: ১ জুলাই, ২০২৩ কোম্পানি সেক্রেটারি এবং চিফ কমপ্লিয়েন্স অফিসার এম এন এফসিএস ৩৬৬৫